আজকের কাগজ

তারিখ 09 OCT 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

07

বাংলা অভিধান

সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বাংলা একাডেমি যে নতুন বাংলা অভিধানটি প্রকাশ করেছেন সে অভিধানটি আমাদের বাংলাদেশের জন্যে তো বটেই বিশ্বের তাবত বাংলাভাষী মানুষের জন্যেই হবে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

এ পর্যন্ত যতগুলো বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর একটিরও এখন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মে বা প্রকৃত শিক্ষার জন্যে ব্যবহারোপযোগীতা নেই। উপরন্তু এ অভিধানগুলোও ইদানীং দুষ্প্রপা ও অনেকাংশেই সময়ানুগও নয়।

এতদাভিন্ন বাজারে বহুল প্রচলিত ভারতের পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংসদ এবং চলন্তিকা অভিধানগুলোতে বানান রীতির আধুনিক শুদ্ধরূপ সন্নিবেশিত থাকলেও বাংলাভাষার সকল শব্দের যথাযথ অর্থ অনেকাংশেই বিকৃত ও অশুদ্ধ। এর কারণ বহুবিধ, অন্যতম কারণটি হল প্রণেতাদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অভাব। এর ফলে শিক্ষার্থী ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্মীরা এতদিন একটি যথাযথ বাংলা অভিধানের অভাব অনুভব করছিলেন। সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বাংলা একাডেমির এ অভিধানটিতে আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত অনেক নতুন শব্দ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভাবিত পরিভাষিক শব্দসমূহ সন্নিবেশিত ও এগুলোর প্রায়োগিক ব্যবহারও দেখানো হয়েছে। রক্ষা করা হয়েছে আধুনিক বানান রীতিও। ডঃ আহমদ শরীফের সম্পাদনায় এ অভিধানটি বিভ্রান্তি ও বিভ্রাটমুক্ত বলে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে।

একটি কথা স্মর্তব্য, তাহলো সেই প্রবাদটি "একটি অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই তা অপ্রচলিত হতে থাকে।" যেহেতু ভাষা বহতা নদীর মত সেহেতু তাতে জোয়ার ভাটার খেলা চলে আর তাতে সংযোজন বিয়োজন ঘটে নবনব ধারার। এজন্যেই কিছুদিন পরপর অভিধানকে আধুনিককালের ব্যবহারোপযোগী রাখতে সংস্করণ প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। বাংলা একাডেমির মতো কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কেবল সম্ভব এই রকম ব্যয়বহুল ও আয়াসসাধ্য কর্ম সম্পাদন করা। আমরা আশা করবো আজ যা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে তা আগামীতে আরও ব্যপ্তি নিয়ে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হবে।